ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৩১
আগরতলা, ৮ মে,২০২৪

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে আগরতলায় কবি প্রণাম

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে আজ আগরতলায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে রবীন্দ্রকাননে প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, যুগ্ম অধিকর্তা অনুপম চক্রবর্তী, যুগ্ম অধিকর্তা সঞ্জিব চাকমা, প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী তিথি দেববর্মণ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা প্রমুখ। প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রকাননে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে অতিথিগণ পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে আগরতলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন।

সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে সান্ধ্যকালীন কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র কুমার দত্ত। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ও বিশিষ্টজনেরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ও কর্মজীবন আজও আমাদের প্রেরণা দেয়। কবিগুরু আমাদের কাছে এক আদর্শ। সম্মানিত অতিথি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র কুমার দত্ত বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির এমন কোন অঙ্গণ নেই যেখানে তিনি বিচরণ করেননি। তাঁর সৃস্টি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কবিগুরুর জীবন দর্শন আমাদের চলার পথে অনুপ্রেরণা যোগায়। অনুষ্ঠানে আগরতলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন।

******